অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 109-116
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.015

'HUTOM PANCHAR NAKSHA' - BANGLA SAHITYER URBAN ETHNOGRAPHY EKTI BISHLESHANATMAK ADHYAY / 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' - বাংলা সাহিত্যের 'Urban Ethnography' একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়

PALAN SAHA / পলান সাহা
গবেষক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, আসাম
Email: Palansaha607@gmail.com
ORCID ID: 0009-0001-5920-9912

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: urban Ethnography, নগর, শহর, শতক, সংস্কৃতি, সাম্রাজ্য

Abstract:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। উনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবনের যে বাস্তব, জীবন্ত ও নির্ভীক চিত্র এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, তা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থকে বাংলা সাহিত্যের "Urban Ethnography" বা নগর-নৃতাত্ত্বিক দলিল বলা হয়। কারণ, এটি কেবল সাহিত্যসৃষ্টিই নয়, বরং তৎকালীন কলকাতার নগরজীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বাস্তবতার এক বিশদ দলিল। 'Urban Ethnography' শব্দটির অর্থ হলো কোনো নগরসমাজের মানুষের জীবনযাত্রা, আচরণ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, উৎসব-পার্বণ, ভাষা ও দৈনন্দিন বাস্তবতাকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরা। সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বে এই ধরনের কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতা শহরের মানুষদের জীবনকে এতটাই বাস্তব ও প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরেছেন যে, এটি একপ্রকার সমাজ-গবেষণামূলক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।Robert E. Park-কে Urban Ethnography-এর অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি মনে করতেন— "শহর হলো একটি জীবন্ত সামাজিক গবেষণাগার (Social Laboratory)।"

তিনি গবেষকদের মাঠে গিয়ে মানুষের বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন।তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-The City (1925) — The City (সহ-লেখক: Ernest W. Burgess)এই গ্রন্থে শহরের সামাজিক গঠন, অভিবাসন, অপরাধ, নগর সম্প্রদায় এবং সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Ernest W. Burgess-এর তত্ত্ব। Burgess Concentric Zone Theory প্রদান করেন। Concentric Zone Theory অনুযায়ী শহর পাঁচটি বৃত্তাকার অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা, অর্থনীতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য আলাদা।Urban Ethnography এই অঞ্চলগুলির মানুষের জীবন বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করে ব্যাখ্যা করে।ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরের সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তনকে বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা নতুন গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভব করেন। এর ফলে Urban Ethnography-এর বিকাশ ঘটে। যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হুতুম পেঁচার নকশা তে খুব ভালো করে দেখা যাবে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা উপনিবেশিত সমাজগুলির উপর গবেষণার প্রেক্ষাপটে, এই সমাজগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানগত তথ্যের অভাবে এমন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল যা অধ্যয়নকৃত উপ-সমাজের সাথে সরাসরি যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত করে। নৃবিজ্ঞানের উৎপত্তি উনিশ শতকের শেষের দিকের নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে, যার লক্ষ্য ছিল কেবল "গবেষণার বিষয়বস্তুদের কথা শোনা" নয়, বরং তাদের ভাষা শেখা এবং তাদের অনুশীলনকে পরিচালিত করে এমন প্রেরণা ও অর্থ কাঠামো বোঝা। গবেষণার বিষয়বস্তুদের সাথে যোগাযোগের একটি নিবিড় প্রক্রিয়া হিসাবে, ক্ষেত্রকর্ম একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।"অন্যান্য"(অ-পশ্চিমা)সমাজগুলিকে বোঝা কেবল সহানুভূতি অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব ছিল,যার অর্থ সেই সমাজগুলির মতো "তারা যা করে তাই করা"; ফলে গবেষক নিজেকে অন্যের জায়গায় রাখার অবস্থানে থাকতেন এবং অবশেষে অন্যের মতো করে বিশ্বকে বুঝতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ" হুতুম পেঁচার নকশা "

Discussion:

উনিশ শতকের কলকাতা ছিল ইংরেজ শাসনের কেন্দ্র এবং আধুনিক শিক্ষার সূতিকাগার। এই সময়ে একদিকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব পড়ছিল, অন্যদিকে সমাজে ভণ্ডামি, কুসংস্কার, বিলাসিতা ও নৈতিক অবক্ষয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কলকাতার নবধনী বাবুসমাজ ইংরেজি সভ্যতার অনুকরণে নিজেদের আধুনিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল। কিন্তু সেই আধুনিকতার আড়ালে ছিল অপব্যয়, মদ্যপান, নৃত্য-গীতের আসর, বারবনিতা সংস্কৃতি এবং সামাজিক দায়িত্বহীনতা। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও রসবোধের মাধ্যমে এই সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে উন্মোচন করেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর বাস্তবধর্মিতা। লেখক কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কলকাতার সমাজজীবনের ছবি এঁকেছেন। তিনি যেন একজন পর্যবেক্ষক হয়ে শহরের অলিগলি, বাজার, রাজপথ, বাবুদের প্রাসাদ, থিয়েটার, পূজামণ্ডপ ও উৎসবস্থল ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেখানকার বাস্তব দৃশ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে গ্রন্থটি পড়লে মনে হয় যেন উনিশ শতকের কলকাতার জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই গ্রন্থে তৎকালীন কলকাতার বাবুসমাজের জীবনযাত্রা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বাবুরা অর্থের অহংকারে নিজেদের আভিজাত্য প্রদর্শন করত। দুর্গাপূজা, বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিপুল অর্থ অপচয় করা হতো। সমাজে নিজের প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য বাবুরা প্রতিযোগিতায় নামত। লেখক এসব ঘটনাকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গের মধ্যেই সমাজবাস্তবতার গভীর সত্য প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের বর্ণনাও এই

গ্রন্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপূজা, রাসউৎসব, চড়কপূজা, দোলযাত্রা, ঝাঁপান, কীর্তন, নৌকাবিহার—এসবের মাধ্যমে তৎকালীন শহুরে সংস্কৃতির একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষত দুর্গাপূজার সময় বাবুদের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন, বিদেশি নর্তকীদের আমন্ত্রণ, বিলাসবহুল ভোজ ও আতশবাজির বর্ণনা সমাজের এক বিশেষ দিককে তুলে ধরে। এগুলি কেবল উৎসবের বিবরণ নয়; বরং সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের দলিল।

গ্রন্থে নারীদের অবস্থান সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। উচ্চবিত্ত সমাজে নারীরা অনেকাংশে গৃহবন্দি থাকলেও বারবনিতা সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। বাবুদের বিলাসিতার অন্যতম অংশ ছিল নাচ-গানের আসর। লেখক সেই সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আবার সমাজে নারীদের প্রতি দ্বিচারিতাও এই গ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের সংকটও ধরা পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন শিক্ষিত শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল। তারা একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল, অন্যদিকে নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছিল। এই দ্বৈত মানসিকতার প্রতিফলন গ্রন্থটির নানা অংশে দেখা যায়। ফলে এটি শুধু একটি ব্যঙ্গগ্রন্থ নয়, বরং পরিবর্তনশীল সমাজের মনস্তত্ত্বেরও দলিল। এই গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ও কথ্য ভাষার ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন কলকাতার মুখের ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকশব্দ ও আঞ্চলিক উচ্চারণ ব্যবহারের ফলে গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এই ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক শহুরে জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। পাঠক যেন সরাসরি সেই সময়কার মানুষের কথোপকথন শুনতে পান। ভাষার এই স্বাভাবিকতা গ্রন্থটিকে এক মূল্যবান সামাজিক দলিলে পরিণত করেছে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-কে "Urban Ethnography" বলার আরেকটি কারণ হলো এর সমাজ-ঐতিহাসিক গুরুত্ব। উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক রীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মীয় আচার, বিনোদন সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে যে তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী এই গ্রন্থকে কলকাতার নগরজীবনের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এছাড়া গ্রন্থটিতে লেখকের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লক্ষণীয়। তিনি কেবল সমালোচনা করেননি; বরং সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। কোথাও হাস্যরস, কোথাও তীব্র ব্যঙ্গ, কোথাও আবার গভীর বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই বহুমাত্রিকতা গ্রন্থটিকে সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ করেছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সামাজিক দলিল। এখানে উনিশ শতকের কলকাতার নগরজীবনের বহুমাত্রিক চিত্র অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজের শ্রেণিবিভাগ, বাবু সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ, নৈতিক অবক্ষয়, ভাষা, আচার-আচরণ ও জীবনধারার যে বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা একে বাংলা সাহিত্যের "Urban Ethnography" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই এই গ্রন্থ শুধু সাহিত্যিক দিক থেকে নয়, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকেও অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য নির্মাণে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নকশা ও প্রহসনের পারস্পারিক আলোচনা। অপরদিকে -উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ গদ্যচর্চার একটি বিচিত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চা ছিল একটি অভূতপূর্ব স্মরণীয় অধ্যায়। এ গদ্য ধারার অন্তর্ভুক্ত নকশা ও প্রহসন অভিনব সাহিত্য রীতি উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে শুধু একটা সময়সূচক শব্দ নয়। এই সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতি আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব শ্রেণীর মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে।

বস্তুতপক্ষে নির্মাণ মানেই সৃষ্টি সৃষ্টিশীল পৃথিবীতে ভাঙ্গা গড়ার কাজ সদাসর্বদাই অভিরাম ধারায় চলছে। তেমনি বাংলা সাহিত্যের নির্মাণে উনিশ শতকের নকশা ও প্রহসন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে দীর্ঘদিনের নবাব শাসনের অবসান ওই ইংরেজদের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ়করন। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় -এদেশে ধর্মের নামে অধর্মের সংঘাত চলেছে। বহুদিন থেকেই ধনীদের অত্যাচার দারিদ্রতাকে বিনা বাধাঁয় সহ্য করতে হয়েছে। মাৎস্যন্যায় মতো। যা নকশা ও প্রহসনে বাবু ক্যালচার ও শব্দ বন্ধনে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আশা রাখছি উনিশ শতকে নকশা ও প্রশাসনের বিষয় পরিধিতে বহন করবে বার নারী প্রেমে আসক্ত মদ্যপানের উচ্ছৃঙ্খলতা।যা উনিশ শতকের সামাজিক উন্নতির অন্তরালে ফুটে উঠবে । উনিশ শতকে প্রাক নির্মাণের সাহিত্য বিচিত্র ধাঁরায় উল্লেখযোগ্য হল নকশা ও প্রহসন। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নকশা ও প্রহসনের পারস্পরিক আলোচনা করা হবে।

উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য urban Ethnography দৃষ্টান্ত:

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস'(১৮২৫) , 'নব বিবি বিলাস' (১৮৩০) 'কলিকাতা কমলালয়'(১৮২৩) প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রথম খন্ড (১৮৬২) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে(১৮৬৩), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখো'(১৮৬৩) ক্ষেতমোহন ঘোষ এর 'কাক ভূষণ্ডির কাহিনী'(১৮৬৫) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিশাচর ছদ্মনামে সমাজকুচিত্র (১৮৬৫) রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের 'পল্লী গার্হস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৮)চুনিলাল মিত্রের কলিকাতার নুকোচুরি (১৮৬৯) প্রভৃতি।

Ethnography নিয়ে আলোচনা হয় যে, কোনো সমাজ বা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিশদভাবে বর্ণনা করাকে বোঝায়। যখন সেই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র একটি শহর বা নগরজীবন হয়, তখন তাকে Urban Ethnography বলা হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-তে কালীপ্রসন্ন সিংহ একজন পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় কলকাতার সমাজজীবনের অন্তর্লোককে তুলে ধরেছেন। ফলে গ্রন্থটি সাহিত্যকর্ম হওয়ার পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-ঐতিহাসিক দলিলেও পরিণত হয়েছে।

১. কলকাতার নগরজীবনের প্রত্যক্ষ চিত্র

গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কলকাতার বাস্তব জীবনের নিখুঁত বর্ণনা। লেখক শহরের রাস্তাঘাট, বাজার, ঘাট, অভিজাতদের বাড়ি, ধর্মীয় উৎসব এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। হুতোম লিখছেন— "কলিকাতা সহবের চার দিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্চে, চড়কীর পিঠ সড় সড় কচ্চে, কামাবেবা বাণ, দশ-লকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে-; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুব মাতায় জবির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোপান গাচা হাতে বিলুপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতব, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসাবির আনন্দের সীমা নাই-"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।"[১] এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যেই তৎকালীন বাবু-সমাজের জীবনধারার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

২. বাবু-সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র অন্যতম বিষয় হলো বাবু-সমাজ। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠা এক শ্রেণির ধনী বাঙালি নিজেদের আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য অপচয় ও বিলাসিতায় মত্ত ছিল। হুতোমের ভাষায়— "বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলিনের ছেলে, বংশজ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলি, গন্ধ বেনে আর কাসারিও ঢাকাইকামারনিতান্তঅনুগত--বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম ফাঁক যায়না"[২] এখানে কেবল ব্যঙ্গ নয়, একটি

বিশেষ সামাজিক শ্রেণির জীবনধারা ও মানসিকতার বিশ্লেষণ রয়েছে, যা Ethnography-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. ধর্মীয় উৎসব ও লোকসংস্কৃতির দলিল

দুর্গাপূজা, চড়ক, রাস, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থটিকে একটি সাংস্কৃতিক নথিতে পরিণত করেছে। দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন— "গাজন তলায় সজোরে ঢাকঢোল বেজে উঠল সকলে উচ্চস্বরে ভদ্রেশ্বরে শিব মহাদেব বলে চিৎকার করতে লাগলো।" [৩] এই বর্ণনা থেকে উৎসবকেন্দ্রিক নগর সংস্কৃতির রূপ স্পষ্ট হয়।

৪. সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র

শুধু অভিজাত সমাজ নয়, কুলি, মাঝি, দোকানদার, চাকর, পুরোহিত, ভিখারি— সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষও এই গ্রন্থে উপস্থিত। Ethnography-র মূল লক্ষ্যই হলো সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনকে নথিভুক্ত করা। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সেই কাজ সফলভাবে করেছে। সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়া ছিল নিতান্ত। খুব বেশি উচ্চাকাঙ্গা ছিল না।

৫. ভাষার বাস্তবতা

গ্রন্থটির ভাষা কথ্য, সহজ ও জীবন্ত। তৎকালীন কলকাতার মানুষের মুখের ভাষাকে লেখক সরাসরি ব্যবহার করেছেন। হুতোমের ভাষা— "আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মবা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন – আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলপি উচ্ছৃগ গু করবেন। এ বারে উক্ত সমাজেব কোন উপাচার্য্য বড ধুম করে কালী পূজো করেছিলেন ও বিধবা-বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদাবের বাডি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কবে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল ব্রাহ্ম ধর্মের মর্ম বোঝা ভার বাড়িতে দুর্গোৎসব হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মরা কান্না কাঁদতে হবে।"[৪] এই ভাষাশৈলী পাঠককে উনিশ শতকের কলকাতার বাস্তব পরিবেশে নিয়ে যায়।

৬. সামাজিক অসঙ্গতির উন্মোচন

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কুসংস্কার, ভণ্ডামি, মদ্যপান, বিলাসিতা— সমাজের নানা অসঙ্গতি লেখক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন— এই উক্তি তৎকালীন সমাজের দ্বিচারিতার পরিচয় বহন করে।চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে ঘুতে লাগলো। কেবল দে পাক দে পাক "শব্দ কারু সর্ব্বনাশ কারু পৌষ মাস! এক জনেব পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেচেন।পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নক্সার সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজেব ইন্সাইট জাল্লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহব শিখাওয়ে কোতোয়ালী।" [৫]

৭. ইতিহাস ও সাহিত্যের সংযোগ

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' শুধু সাহিত্য নয়; এটি উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান উৎস। ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা কলকাতার সমাজজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থকে ব্যবহার করেন।

কেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' Urban Ethnography?

১. নগরজীবনের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে।

২. বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ রয়েছে।

৪. ভাষা ও সংস্কৃতির বাস্তব রূপ সংরক্ষিত হয়েছে।

৫. উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে কাজ করে।

৬. লেখক একজন নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকের মতো সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন।

বাংলা গাদ্য সাহিত্যের চর্চায় দলিল- দস্তাবেদ -চিঠিপত্র যেমন বাংলা সাহিত্যের এক প্রকার ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি উনিশ শতকের শুরুতে গদ্য সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহিত্যচর্চা ও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এই সময়ে গদ্যচর্চা যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত তারা হলেন উইলিয়াম কেরি ,রামরাম বসু ,মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও লোকনাথ শর্মা। তবে এদের গদ্যচর্চা ছাপিয়ে গিয়েছে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য চর্চা। এর কিছু সময় পরে বাংলা গদ্য চর্চার শাখায় একটি নবরূপে শাখার সৃষ্টি হল নকশা এই প্রহসন রচনার ইতিহাস যা আলোচিত বিষয়। নকশা বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের শুরুতে একটি অন্যতম সাহিত্য ধারার বা রীতির প্রকরণ দেখতে পাই আমরা ।উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সংকীর্ণ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থেকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বেড়িয়ে এসে নিজের মতো করে একটা বহিঃপ্রকাশ হয় । আমরা যেসব রচনা কে নির্দেশ করছি তা কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে ছিল না তাই উনিশ শতকের নির্মাণার্থে খুবই প্রাসঙ্গিক রয়েছে নকশার ও প্রহসনের। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নকশা ও প্রহসন এক প্রকার পাঠককে সচেতন করবার লক্ষ্য নিয়ে গদ্যে লঘু রসাত্মক বা ব্যঙ্গরঙ্গমূলক রচনা সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে, কথা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের রচনাবলী কে এখানে নকশা জাতীয় রচনা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ গদ্য সাহিত্য ফোর্ট উইলিয়াম গদ্যচর্চা শুরুতেই বা উপন্যাসের সার্থক পূর্বেই এই নকশা শ্রেণি একপ্রকার গুরুত্ব পেতে থাকে বাংলা সাহিত্যের রাজা রামমোহন রায় প্রথম ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বেদ-বেদান্ত সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন নিগূরতম তত্ত্বকে বাংলা ভাষায় গদ্যের আধারে সুস্পষ্ট রুপে ব্যক্ত করলেন। রামমোহনের গদ্যের মাধ্যমে যুক্তি মীমাংসা ইত্যাদি জটিল বিষয়ে বক্তব্যকে বোধগম্য বা সর্বজন পঠিত পাঠক সমকক্ষে বিশেষভাবে পরিচয় দান করার অর্থে নকশা জাতীয় সাহিত্যের আবির্ভাব লক্ষ্য করি । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবু বিলাস নকশা সাহিত্যের প্রথম সূচনা সার্থক ভাবে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাস্ত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা -বিহার -উড়িষ্যা প্রকৃত ভাগ্য নির্ণয়ক হতে থাকে। এই সময়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অনুকূল এদেশে একটি দেশীয় স্তবক শ্রেণীর "বাবু" বা "হুজুক" শ্রেণীর যা জমিদারি ও ব্যাবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হয়। সাম্প্রদায়িকভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা সচেতন ছিল না এজন্য বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস এর মত সামাজিক আন্দোলন ঢেউ উঠল বঙ্গ- বাংলায়। বাংলা নবজাগরণের পুরোদা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সাহিত্যিক সৃষ্টিশীল বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করল । বাংলার নবজাগরণ পারে উনিশ শতকের একটা বড় মাইলস্টোন নবজাগরণের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলেত ফিরত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের নাটক বা প্রহসন তৈরি করলেন যা বাংলা সাহিত্যের অভিনব একপ্রকার রীতি প্রদর্শন । কমেডির উচ্চমুখ থেকে নাটকের মঞ্চস্থ সজ্জার প্রহসন বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করল প্রহসনের মধ্যে সামাজিক কৃতি ব্যাঙ্গাত্ম্য উপস্থাপনা থাকে এতে হাস্যরস হয়তো খুব উচ্চমানের নয় সেজন্য কোন কোন সমালোচক নকশা ও প্রহসনকে 'The type of drama stupid with law humour and exteravagant wit' [৬] কলকাতা শহরতলী নির্দিষ্ট এলাকায় নৃতত্ত্বের এক বিশেষ গোষ্ঠী জনমানবের সমাবেশে তৈরি হয়েছে ueban ethnography উনিশ শতকের বাঙালিয়ানা বাবু কালচার কে রক্ষণাবেক্ষণ করে এই শ্রেণীর লোকেরা। ফলে হুতুম পেঁচার নকশা তে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছন। ভূমিকা অংশে উপন্যাসিকের ভাষায় -কি অভিপ্রায়ে এই নকশা প্রচারিত হলো, নক্সা খানিব দুপাত দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কতে সমর্থ হবেন, কারণ এই নকশায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই-সত্য বটে অনেকে নক্শা খানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন । 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পটভূমি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের রাজধানী কলকাতা এবং বিষয় সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে কীটের মতো

ক্ষতিকারক দিকগুলি। যেমন; কলকাতার মানুষের হুজুক প্রিয়তা, বুজরুকি পোষকতা, দেবউৎসবে ভক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধবিশ্বাস, যাবু কালচার প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন সিংহ ভেবেছেন এই বিষয়গুলোর অপকারিতার বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে নক্সা রচনা করা। তাতে সমাজের উক্ত বিষয়গুলিকে অনেকটা অবিকৃত করে পাঠকের নিকট তুলে ধরা যাবে। সেজন্য লেখক গ্রন্থটির নাম 'আরসি' রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়-

"নাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ করেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে,
দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন"[৭]

সবশেষে বলা যায়, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এজাতীয় নামকরণ থেকে লেখক কোন কারণে পিছিয়ে আসেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় বাঙালী জীবনের মন্দ দিক ও সঙ্গে ভাষার অবিকৃতি থাকায় মনে হবে লেখক গালাগালি দিচ্ছেন। সম্ভবত লেখকও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সেজন্যই গ্রন্থটি ছদ্মনামে পাওয়া যায়। প্যাঁচা যেমন 'Rod Cells'-এর সাহায্যে রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখতে পায়, ঠিক তেমনি কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমও সমকালের কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে মন্দ বা অন্ধকার দিকগুলি স্পষ্ট দেখতে পান। এবং মন্দ দিকগুলি পাঠকের নিকট তুলে ধরে পাঠককে আত্মদর্শন করিয়ে সচেতন করতে চান। মনে হয় সেজন্যই গ্রন্থটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রাখা হয়েছে।

আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রকৃতউদ্দেশ্য কি তার অনুসন্ধান করব। প্রথমবারের 'ভূমিকা' উপলক্ষে একটা কথা'য় লেখক বলেছেন -

"আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্ থাক্তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না-তা হলে হয়ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন; কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে আমরা তাতেই লাগি-সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন-বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো।" [৮]

Conclusion:

গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, হুতোম প্যাঁচার নকশা বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক দলিল, যা উনিশ শতকের কলকাতার নগরজীবনকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বাস্তব ও নির্ভরযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছে। গ্রন্থটিতে নগরসমাজের শ্রেণিবিন্যাস, বাবু-সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার, ভাষা, লোকসংস্কৃতি, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক সংকটের যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তা Urban Ethnography-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে এটি কেবল একটি ব্যঙ্গসাহিত্য নয়; বরং সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস এবং সাহিত্য-গবেষণার জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রামাণ্য উৎস। বাংলা সাহিত্যে Urban Ethnography-এর বিকাশ ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের গুরুত্ব মৌলিক এবং ভবিষ্যৎ আন্তঃবিষয়ক গবেষণার জন্যও এটি একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

Reference:

১। সিংহ কালী প্রসন্ন, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রকাশক মাইতি বুক হাউস। চতুর্থ সং. জুন ২০১৫ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১

২। তদেব পৃষ্ঠা-১

৩। তদেব -৪

৪। তদেব -১৯

৫। তদেব -২১

৬। বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৪৩

৭। ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র-কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ-বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ-মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ-বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৪।

৮। ঐ

Bibliography:

1. কুমার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়,বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত ৮ম খণ্ড (বঙ্কিম পর্ব) ১ম সং. ১৯৯৮ মর্ডান বুক এজেন্সি প্র. লি.
2. গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪;
3. নুরুল আমিন (২০১২)। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। চৌধুরী, আমিরুল ইসলাম; জামাল, আহমেদ আবদুল্লাহ। বাংলাপিডিয়া (অনলাইন সংস্করণ সংস্করণ)। বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
4. প্রদ্যোত, সেনগুপ্ত, বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৬;
5. ভট্টাচার্য, আশুতোষ,বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৫;
6. মিশ্র, অশোককুমার বাংলা প্রহসনের ইতিহাস, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯
7. সিংহ কালীপ্রসন্ন ,হুতোম প্যাঁচার নকশা ও অন্যান্য সমাজচিত্র। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদনা , নুতন সংস্করন ১৩৫৫ ।
8. সিংহ কালীপ্রসন্ন, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রকাশক মাইতি বুক হাউস। চতুর্থ সং. জুন ২০১৫

CC BY NC